সংবাদ

তারিখ ০7 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

শাস্তির সুপারিশ শিক্ষাকর্তার

শিবগঞ্জে ৭ সর. স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

প্রতিনিধি, শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককেরা বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরুর সময়সূচি সম্পর্কে জানেন না বলে অভিযোগ করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. শফিকুল ইসলাম। এ নিয়ে অভিযুক্ত ৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এনে জেলা প্রশাসক বরাবর শাস্তির সুপারিশ চেয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন তিনি। অভিযোগে জানাগেছে- গত ২৯-১০-১৭ থেকে ০২-১১-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. শফিকুল ইসলাম আকস্মিকভাবে উপজেলার মনাকষা, দুর্লভপুর ও কানসাট ইউনিয়নের ৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এগুলো হলো উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের মিরা গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতভাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কানসাট শিকারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পারকানসাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহনবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুলর্ভপুর ইউনিয়নের কালুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাররশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস চলাকালের সময় পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের পাওয়া যায়নি। এমনকি অনেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের রুমে রান্না-বান্না করার হাড়ি, শিশুদের ঘুমানোর জন্য দোলনাসহ অপ্রাসঙ্গিক আসবাবপত্র দেখতে পাওয়া যায়। অনেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন না বলে অভিযোগ পেয়েছেন।

এছাড়াও শিক্ষকদের অনিয়মের বিষয়ে শিক্ষককেরা কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এদিকে কানসাট শিকারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককেরা অনুপস্থিত থাকলেও তাদের হাজিরা খাতায় উপস্থিতি সম্পন্ন হয়েছে। অপরদিকে পারকানসাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে দেখা যায়- সব শিক্ষককেরা সংশ্লিষ্ট শ্রেণিকক্ষে না গিয়ে প্রধান শিক্ষকসহ সব শিক্ষক অফিসে বসে আলাপচারিতায় মগ্ন। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী একটি আমবাগানে খেলাধুলা করছিল। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা খাতায় অনুপস্থিত লেখা হলেও ওইসব ছাত্রছাত্রীদের নাম হাজিরা খাতা থেকে বাদ দেয়া হয়নি। অপরদিকে মোহনবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে ইউএনও দেখতে পান ক্লাস চলাকালীন সময় ক্লাসে না গিয়ে সহকারী শিক্ষকসহ কয়েকজন শিক্ষক কমনরুমে বসে আলাপচারিতা ও চা পানে ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়াও শিক্ষক হাজিরা খাতায় প্রতিনিয়ত ফ্লুইড ব্যবহার করা হয়েছে। কালুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে তিনি জানতে পারেন ওই বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন হয়না। এমনকি প্রধান শিক্ষকের কথাবার্তা অসংলগ্ন ছিল। অন্যদিকে বাররশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে দেখা যায়- বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে সামনের মাঠে ঘোরাফেরা করছে। ঠিক সকাল ১০.১০ মিনিটের সময় কোন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা খাতায় উপস্থিতি নেয়া হয়নি। সাতভাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের হাতে লাঠিসহ বিদ্যালয়ের বারান্দায় বসে থাকতে দেখা যায়। তবে হাতে লাঠি থাকার কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, ছাত্রছাত্রীরা যাতে ক্লাস থেকে বাইরে চলে যেতে না পারে সেজন্যই বারান্দায় বসে রয়েছেন তিনি। বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের মধ্যে দুজনের ছুটি ছাড়াই অনুপস্থিতি পাওয়া যায়। পরিদর্শনের সময় ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মোসা. নাজনিন সুলতানা দৌড় দিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে।

বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, উপজেলা শিক্ষা অফিসে সমাপনীর পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে গিয়েছিলেন। তবে বিদ্যালয়ের কোন মুভমেন্ট রেজিস্ট্রার না থাকায় তার কথায় কোন সত্যতা নিশ্চিত পাওয়া যায়নি। এই ৭টি বিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য বিদ্যালয়গুলো আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করা হলে অনেক বিদ্যালয়ের একই ধরনের চিত্র পাওয়া যাবে বলে ইউএনও মো. শফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন। শিবগঞ্জ উপজেলার আট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের বাইরের মাঠে প্রতিনিয়ত বসে থাকতে দেখা যায়।

কেশবপুরে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ধৃত দুই

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

কেশবপুর থানা পুলিশ গত মঙ্গলবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী ও এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) শাহাজাহান আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশ ঐদিন রাতে অভিযান চালিয়ে ডাকাতি মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী উপজেলার লক্ষীনাথকাটী গ্রামের নাঈম উদ্দিন মোড়লের ছেলে দেলোয়ার হোসেন ওরফে দেলু (৪৫) এবং উপজেলার বায়সা গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী মৃত ইব্রাহীম সরদারের ছেলে আব্দুল মালেক সরদারকে (৪২) ইয়াবাসহ গ্রেফতার করে।